দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ঢাবি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় সাক্ষ্য না দিতে দুই শিক্ষকের হুমকি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটিতে সাক্ষ্য না দেয়ার জন্য নানাভাবে শিক্ষার্থীদের হুমকি দিচ্ছেন বিভাগের দুই শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ওই দুই শিক্ষক তাদের পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন এবং পুলিশের মাধ্যমেও তাদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে, যাতে তারা তদন্ত কমিটিতে এ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ১১৫ পরীক্ষার্থী স্বাক্ষরিত একটি

(২- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্ন

(প্রথম পাতার পর)

স্মারকলিপি বুধবার উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজকে দিয়েছে। স্মারকলিপিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত বিলুপ্ত পরীক্ষা কমিটির সদস্যদের নিকট বরাদ্দকৃত খাতাসমূহের পুনর্মূল্যায়ন ও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

গত ২৯ ডিসেম্বর মাস্টার্সের কমপ্রিহেনসিভ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে সে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তদন্তের সুপারিশ অনুসারে অধ্যাপক ওয়াদুদ ভুইয়া ও আতাউর রহমানের পরীক্ষা কমিটি বাতিল করা হয়েছে। এখন চূড়ান্ত তদন্তের কাজ চলছে।

অভিযোগ আছে, ৫২ ফার্স্ট ক্লাস কেলেঙ্কারিতে জড়িত অধ্যাপক আতাউর রহমান ও অধ্যাপক ওয়াদুদ ভুইয়া এবারও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আর এরাই শিক্ষার্থীদের তদন্ত কমিটিতে সাক্ষ্য না দেয়ার জন্য হুমকি ধমকি দিচ্ছেন। শিক্ষার্থী জানায়, অভিযুক্ত দুই শিক্ষক তাদের হুমকি দিয়ে বলেছেন পরীক্ষা কমিটিতে তাঁরা না থাকলেও খাতা তারাই দেখবেন। যারা তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের নম্বর কমিয়ে দেয়া হবে। এ ছাড়া যারা সাক্ষ্য দেবে তারা কিভাবে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে যায় তাও দেখে নেয়ার হুমকি দিয়েছেন ওই দুই শিক্ষক। এছাড়া পুলিশের মাধ্যমেও তাদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা জানায়, বিষয়টি উপাচার্যকে জানালে, উপাচার্য বিষয়টি সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করার এবং ওই দুই শিক্ষকের খাতা পুনর্মূল্যায়নের আশ্বাস দিয়েছেন।